চেতনা

BANGLADARSHAN.COM

অতনু রায়

পথ শিশু

আবর্জনার স্তূপ।
খুঁজতে ব্যস্ত ওরা–
ছেঁড়া কাগজ, ভাঙা প্লাস্টিক-লোহা।
কালি নোংরা মাখা শরীর
ময়লা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট
তবুও অমলীন মুখছবি।
প্রতিদিন উদয় অস্তে,
আমাদের বর্জিত স্তূপে–
যাদের সাম্রাজ্য!
পথ শিশু–
কি পরিচয়?.....মা-বাবা, আছে।
তবুও মৃত।
অনেকটা ঘুন পোঁকায় খাওয়া কাঠের সিন্ধুকটার মতন।
ষ্টেশন চত্বরে, রেললাইনের ধারে,
ফুটপাথে ছেঁড়া ত্রিপলে মোরা
জীবনের আবাসন।
নেই ভাত; নেই কাপড়; নেই পয়সা–
আছে তবে কী?.....জীবনের প্রেম।
দিনের মত যা সত্য
প্রতি রাতের কামনায় যা বর্তমান।
শিক্ষা?.....সে তো মরুতে তৃষ্ণার জল চাওয়া!
সমাজ? অসময়ে পরিণতের ডাক; লালসার হাতছানি।
আর অবশেষে আবর্জনার স্তূপ।
নির্ভিক দৃষ্টি, সরল হাসি এখানে বিবর্নময়!
সভ্যতার হাতে শোষণের চাবুক,–
পরম্পরায় শোষণ একছত্র।
কখনো বলিষ্ঠ পথশিশু
পরিচয় হীন, গোত্র হীন, শিক্ষা হীন

BANGLADARSHAN.COM

সমাজে যার আগমন শানিতে
পোড়া পেটের জ্বালা মেটাতে
শোষণ চাবুক অধিকার হাঁকে,
আজন্ম পথশিশু ওরা সমাজের পরে।

পথ শিশু সমাজের অবক্ষয়।
পথ শিশু সভ্যতার ব্যর্থতা।
পথ শিশু আজন্ম কামনার পরিণতি।
পথ শিশু একছত্র শোষণের ফসল।

BANGLADARSHAN.COM

বাবার কলম

বাবার সেই কালি কলমটি,
টেবিলের ড্রয়ারে পড়েছিল।
একদিন–তাকে ড্রয়ার থেকে বের করি,
নতুন জিভ, নিপ কালি ভরে
লেখার অনেক চেষ্টা করি;
কিন্তু, লেখার একটি অক্ষরও ফোটে না
কাগজে একটি আঁচড় পর্যন্ত কাটে না;
মা বলে, খোকা ওটা তোর বাবার কলম–
ওটা সত্য, ন্যায়
তাই আজ অচল।
অসত্যের কাগজে অন্যায় বাণী বলে
একটি আঁচড়ও কাটবে না,
লেখার একটি অক্ষরও ফুটবে না।
খোকা, ওটা ড্রয়ারেই রেখে দে।
ওটা তোর বাবার কলম।

BANGLADARSHAN.COM

মূল্য

ট্রেনে চাপাচাপি যাত্রী;
ঘোষদা তার মাঝেই কাগজ খোলে,
চোখ দিই একবার–
সরকারের সাধারণ বাজেটের ওপর
মূল্যবৃদ্ধি; মুনাফা আর কর হ্রাস।
হঠাৎ-ই–গেল! গেল! .....চিৎকার! উঁকি-ঝুঁকি।
হাত পিছলে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়েন একজন;
সঙ্গে সঙ্গে শেষ।
একতাল মাংস পিণ্ডের মত পিছনে পরে রইল
আমাদেরই সহযাত্রীটি।
অফিসে খুশীর হাওয়া–মহার্ঘ বৃদ্ধি;
রুটি তরকারীর বদলে লাঞ্চে তাই বিরিয়ানি।
রতির সাথে কিছুক্ষণ কাটাতে
অফিস কেটে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা।
জীবনপুর ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামে;
ষ্টেশনের এককোণে পড়ে আছে তখনো
ছেঁড়া কাপড়ে মোরা আমার সকালের সহযাত্রীটি।
জানতে পারি, বড়বাবুর শ্যালকের বিয়ে
তাই দুজন মাতালের অধীনে–
মুনাফা মূল্যবৃদ্ধি উৎসবে
জীবনের এটুকু মূল্য না হয় উহ্য থাক্!

BANGLADARSHAN.COM

গুরুদক্ষিণা

দ্রোণাচার্য : বালক, কে তুমি?
কি পরিচয় তোমার?
এমন ধনুক বিদ্যা কোথায় শিখেছ?
আমি রাজগুরু দ্রোণাচার্য;
অর্জুন আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্য।
ধনুক বিদ্যাকে সে করেছে জয়।
তোমার ধনুক বিদ্যা অপরিজেয়;
আজ ভাবছি, দুজনার কে শ্রেয়?

একলব্য : শূদ্রপুত্র একলব্য আমি।
আপনাকে আমার আচার্য মানি।
একদা শূদ্র বলে হয়েছি বিতাড়িত;
রাজকুমার সাথে
অর্জিত করতে শস্ত্র বিদ্যা যত।
সে ব্যথা বুকে বেজেছিল বড়!
তারপর পাথর কেটে আপনার মূর্তিগড়ি
তাকে সামনে রেখে শিক্ষা করি।
অর্জুনেরে যে বিদ্যা আপনি করেছেন দান
আপনার মূর্তিতলে আমি তার সমান।
পৃথিবী দেখুক আজ শ্রেষ্ঠ কোন জন,
আশীর্বাদ না সাধনার শ্রম।

দ্রোণাচার্য : একলব্য, তোমার সাধনায় আমি অভিভূত;
আমি গর্বিত।.....
আচার্য আমি অর্জুনের
প্রতিশ্রুত বদ্ধ সে আমার বাক্যের।
আমাকে আচার্য মেনে
আমারি মূর্তি তলে
লভেছ তোমার সাধনার শ্রম।
গুরুর জ্ঞান যত শিষ্যের তরে

BANGLADARSHAN.COM

গুরুকে দক্ষিণা দেয় শিক্ষা শেষ করে।
এটাই ধর্ম শিষ্যর।

একলব্য : আজ আমার শিক্ষা হল পূর্ণ;
আমার জীবন হল ধন্য।
গুরুদেব কী গুরুদক্ষিণা আমার তরে,
রাখবো তা আপনার চরণপরে।
কথ অর্থ, রত্নভূষণ,
কত মান;
আনবো সাধ্যাতীত আমি।

দ্রোণাচার্য : আগে চরণ স্পর্শে হও প্রতিশ্রুত
যা চাইব দেবে সেই মত।

একলব্য : চরণস্পর্শে করিলাম পণ–
সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র দশদিক সাক্ষী তার;
সেবক আমি আপনি দেবতা
প্রয়োজনে প্রাণ দেবো,
হবে না অন্যথা।

BANGLADARSHAN.COM

দ্রোণাচার্য : ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুঁলি ছেদন করে
দাও তোমার গুরুদক্ষিণা!
একলব্য, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র দশদিক সাক্ষী করে
চরণস্পর্শে করেছ পণ;
রাখো তোমার প্রতিশ্রুতি,
না হলে লভেছ বিদ্যা চোর্য করে
কলঙ্কের অভিশাপ পড়বে ঝড়ে।

একলব্য : আমি একলব্য। শূদ্রপুত্র।
আপনি সাক্ষী বিদ্যা অর্জন
করিনি চুরি করে।
লভেছি বিদ্যা আপনার চরণতলে।
আমি একলব্য,
আমার প্রতিশ্রুতি দিবারাত্রির মত সত্য;

শূদ্রপুত্র বলে হইনি কখনো কুণ্ঠিত।
গর্বিত আজ আমি।
বিদ্যা অর্জন সে তো ইহকালের মান
পেয়েছি গুরুর চরণ
সে যে চিরকালের মহান।
করলাম ছেদন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি
দিলাম আচার্যরে নৈবিদ্য তুলি।
জীবন হল ধন্য
আশীর্বাদ করুন প্রভু যেন হই গণ্য।

BANGLADARSHAN.COM

নরকের শেষ সীমান্তে

দশদিনের অসুস্থতায়
শরীরে অসহ্য জ্বালা বেদনা!
কবে যেন হাসপাতালের কমপাউন্ডার বাবু
লাল সাদা খানকতক বড়ি দিয়েছিল।
কমে নাই তাতে বেদনা জ্বালা!
বছর বারোর আনন্দ
সে বেদনা সহ্য করতে পারে না;
চলে যায় পিতার বুক শূন্য করে
মায়ের কোল খালি রেখে
দূরে, অনেকদূরে;
সব বন্ধনের বাইরে।
শুরু হয় বিবাদ; বিতর্ক
অন্তেষ্ঠির অগ্রাধিকার কার–
ইসলামী মা, না হিন্দু বাবার?
চিতার আগুন, না কবরের মাটির?
পড়ে থাকে আপন অংশ
ছিঁড়ে যাওয়া বন্ধন পচে যায়–
ছেলে আমার মত আমার!
অন্তেষ্ঠির অগ্রাধিকার পৌছায়
আঙিনা হতে আদালতে;
জর্জ, জুরি কালো পোশাক পরা উকিলদের মাঝে।
বাদী-বিবাদীরকাঠগড়ায়।
একদিন এখানেই এসেছিল তারা
ধর্ম, জাত ছিন্ন করে
মনুষ্যত্বের পানে;
ঘরে পড়ে থাকা ঐ আনন্দের টানে।
সব মিথ্যা আজ।
নরকের শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে,

BANGLADARSHAN.COM

বিচারের বাণী, কাগজ-কলম
তবুও পায় না ভাষা–
অগ্রাধিকার,
অথবা মনুষ্যত্বের প্রায়শ্চিত্ত করবার।

BANGLADARSHAN.COM

ঐতিহ্যের পাঁজর

দেখ চেয়ে ঐ ভগ্ন বাড়িটাকে–
দেওয়ালে যার জন্মেছে আগাছা;
খসে পরছে চুন-বালি;
গঠনের প্রতিটি ইঁট-কাঠ
ক্ষয়ে ক্ষয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্য বহনে।
একদা বিদেশী ইংরাজের ছিল–
তৈরী নয়, জবরদখল।
পশ্চিমের বণিকের বন্দুকের বারুদ
ছিন্ন করে ভবনের মালিকের মাথা।
নারীত্বকে কলঙ্কিত করে;
বসায় সিংহীর মত নখের আঁচড়
শেষ হয়ে যায় পরম্পরা।
থেমে যায় শঙ্খধ্বনি
ভেসে যায়, মুছে যায়
বাড়ির কত্রী হতে ছায়া।
তারপর–
বাতির রোশনাই করতালি
আর পিয়ানোর সুর।
সেজে ওঠে নবআঙ্গিকে।
কিন্তু কতদিন?
তিলে তিলে যার আদর্শে গড়ে ওঠা
অথবা করায়ও যার
ফেলে যায় চলে।
নিরব হওয়া শঙ্খের ধ্বনি
আর পিয়ানোর সুর
নিজেকে খুঁজে মরে প্রতিটি কোনে,
ইঁট-কাঠে;.....
বাইরে তখন চলছে স্বাধীনতার উল্লাস

BANGLADARSHAN.COM

সাথে, ঐতিহ্য বাঁচানোর মহোৎসব।

হঠাৎ এক টুকরো টিনের পাতে লেখা ঐতিহ্যভবন

আটকে দেয় বুকের ওপর।

শ্বাসরোধ.....

সব শেষ।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষুধা ও প্রেম

মা! মা গো,
দুটো খেতে দেবে?
খাইনি চারদিন;
বুবুক্ষ শরীর ক্লান্ত শক্তিহীন।
ওগো গৃহস্থ, খোল দ্বার খোলো
অতিরিক্ত পরিত্যক্ত খাবার না ফেলো–
আমি ক্ষুধার্ত, উপবাসী
দাও মোরে,
ফিরিও না দ্বারে আসি!
ওগো প্রেম,
আজ তুমি অন্তরে থাক
বাইরে যে রুক্ষ ক্ষুধার্ত;
বড় প্রয়োজন দু-মুঠো অন্ন।
প্রেম কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য তুমি
চিত্তে আজ বড় দুর্দিন,
বড় নিষ্ঠুর ক্ষুধা;
ঘাতক থেকে আত্মঘাতী করে।
বুবুক্ষু শরীরের কঠোর ক্ষুধা,
আমি প্রেম, তোমারি সুধা।
ছুঁড়ে দেওয়া একমুঠো ভাত
ক্ষুধা তবুও বলে, তাকে ডাক।
এত দুর্দিনে তবুও হৃদয়ে
অবশ শরীরে আছে প্রেম জড়ায়ে।
কঠোর বলে ফিরিও না তারে
প্রেম যে এসেছে ক্ষুধার তরে।
অতি সাধারণ মানব আমি,
ক্ষুধার কাছে তুচ্ছ সকল বাণী।
একমুঠো ভাতের লাগি

BANGLADARSHAN.COM

স্ত্রী-সন্তান যবে কাঁদি
দেবে প্রেম দু-মুঠো অন্ন
বুবুক্ষের উদরে?
চুপ কেন প্রেম, সাধারণ বলে;
তুমিও বিকিয়েছ কনকের তলে?
গ্লানি জড়িয়ো না কখনো অন্তরে;
তুমি যে প্রেম।
জানি,
ক্ষুধা আর প্রেম কখনো হবে না ভিন্ন
নিজেরে কি করে করি ছিন্ন?
আপন উদরে সদা কঠোর ক্ষুধার বাস
হৃদয়ে জরানো তোমারি মুক্ত শ্বাস।

BANGLADARSHAN.COM

বটবৃক্ষ

গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ দুপুরে
আমার সর্বাঙ্গে রোদের ঝলসানি,
ধূ ধূ মাঠে দাঁড়িয়ে একলা।
জনাপাঁচেক সুঠাম ঘর্ম দেহ
এসে দাঁড়ায় আমার নীড়ে;
ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দেয়
আমার পেতে রাখা শুকনো বিছানায়।
উৎসুক পাঁচ জোড়া চোখে চলে
আগাগোড়া আমায় নিরীক্ষণ–
আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে–
এই বুঝি হলাম লুণ্ঠিত!
সহসা বাঁকা চাউনি ছেড়ে একজন বলে ওঠে,
কোন উপাধেয় নেই যে মানুষ বাঁচে?
অপরজনের কথা, কিন্নরী যে!
আমারি ঘরে আমারি বিছানায় শীতল হয়ে
প্রশ্ন তোলে আমারি পানে;
মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ বটে।

BANGLADARSHAN.COM

পালঙ্ক

কি অপরূপা তুমি
কি তোমার রূপলাবণ্য
যেন, ষোড়শী কোন যুবতী।
অঙ্গে অঙ্গে রূপলাবণ্য বিভোর;
আমি শুধু তোমায় দেখি,
এ রূপলাবণ্য তুমি কোথায় পেলে?
কোন সে পরশের ছোঁয়ায়
নিজেরে এমন করে সাজালে?
সে বলে, আমি তো নিজেরে সাজাইনি।
ছিলাম আমি পাহাড়ের কোলে
নামমাত্র এক তরুণী।
একদিন গায়েতে পড়ল আঘাত–
গড়িয়ে পড়লাম সমতলের দিকে।
আমার সমস্ত দেহটাকে
খণ্ড বিখণ্ড করা হল;
অবশেষে হাতবদল–
পৌঁছে গেলাম এক পরপুরুষের ঘরে।
আমার সর্বাঙ্গকে কেটে ছিঁড়ে জোড়াতালি দিয়ে
তার মনের রঙে নিল রাঙিয়ে।
সে রূপে, রঙে আমি হলাম অহংকারী।
তারপর একদিন আমারে তুলে ধরলো
তোমাদের এই সমাজের মাঝে।
আবারো হল হাতবদল–
এখন, তোমার ঘরে, তোমায় ধরে
আমার বুকের ওপর শুয়ে আছ
আমৃত্যু প্রেমিক হয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সেতু

ভেঙে গেল সেতু।
ছিঁড়ে গেল দু-তীরের বাঁধন,
শ্মশানের ঐ জ্বলন্ত চিতার মাঝে।
দুকুল মাঝে বয় এখন বিচ্ছেদের প্লাবন,
তার জোয়ারে ভেসে যায় জীবন যৌবন
ভেসে যায় ভেঙে পড়া সেতুর অবশিষ্ট নাড়িখানি।
কোন একদিন কারো অঙ্গপরে
গড়ে উঠবে এমনই এক সেতু;
নতুন করে সেদিন আবার দুতীর পড়বে বাঁধা।
পাষণত্ব ছেড়ে জেগে উঠবে প্রাণ
দুই তীর মাঝে–
কোন এক চৈত্র বিকেলে দমকা বাতাসে
হয়তো বা কোন ঝরঝর বরষার রাতে
সহসা পড়বে ভেঙে সেতুখানি
অমর্যাদার হাতে।

BANGLADARSHAN.COM

বাণপ্রস্থ

পাকা ধান বয়সের ভারে পড়ে নুয়ে;
হেমন্ত বলে, এখন যে বাণপ্রস্থ।
ঐ দ্যাখো, তোমার বর্ষার কিশলয়,
শরতের যৌবন—সব পিছনে।
ছায়া নীড় কাশী—নবদ্বীপ
সিংহাসনচ্যুৎ দ্বার—নাথের ভিড়ে তাই পৃষ্ট!
সম্মুখে এখন তোমার বেঁচে থাকার লেলিহান রসনা
লোটা-কম্বল।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ও একা

ঘুম জড়ানো ঘুম ষ্টেশনে–,
আমি ও একা ঘুম ছাড়া!
পুরোনো সেই লণ্ঠনখানি ক্ষয়ে ক্ষয়ে
আমারে করে চলেছে তপ্ত;
শুধু আমারে কেন–আমার সাথী
তারেও করেছে তপ্ত।
স্বপ্নের দেশে সুখের রাত্রি,
শীতলে জড়ানো চারধার।
ইঞ্জিনের ধক্‌ধকি বন্ধ
কুলিদের উঁকিঝুঁকি চোখ ঘুমে ঢুলঢুল
টিকিটের ছোট জানলাটা ভেজিয়ে
ছোট্ট ঘরে আছি মুখোমুখি মোরা দুজন!
বিকেলের শেষ গাড়িতে এসেছে শৈল
আমার পূর্ব পরিচিতা।
গত চৈতে ঝগড়া করে
আমারে ছেড়ে গিয়েছিল চলে;
অভিমান ভেঙে আজ এল ফিরে।
ষ্টেশনে বিছানো পাথর টুকরোগুলি
প্রথম পেল তার পরশ।
তুষারশুভ্র তার কোমল আঁচলখানি
ঢেকে দিল আমার মুখবিবর।
ফায়ার প্লেসের আগুনকে বুকে ধরে
ছেয়ে গেল সে আমার সর্বাঙ্গে।

BANGLADARSHAN.COM

স্ট্রীট লাইট

সুদীর্ঘ পথ।
মাঝে একা দাঁড়িয়ে তুমি
জনারণ্যে নিঃসঙ্গ একাকী।
আঁধারে পথরে দাও আলো–
শুধু এরই জন্য তুমি অহংকারী?
আশ্রিত যার সেই পথ
আলো দাও বলে,
নিজের বুকের পাঁজরে যদি না বাণ ফুঁড়ত
না যদি থাকত অমানিশা
কিসে আসত তোমার সার্থকতা?
পথের এই আত্মাহুতি
ধুলোর মানুষের তরে;
যে তারে পিষে মারে
নিত্য, প্রতিক্ষণে।
তাকাও একবার নিজ পদতলে–
দুটি অনাহারে ঘুমন্ত নগ্নশিশু
তোমার সকল গরিমাকে ছিন্ন খঞ্জনার মত দিয়েছে ভেঙে।
গর্বের রোশনাই, চটকদারি রূপবাহার
তারে পারে নাই জাগাতে।

BANGLADARSHAN.COM

সিংহদুয়ার

কি বিশাল তুমি সিংহদুয়ার?
করেছ তফাৎ একচালা আর অট্টালিকার।
ওপারে নেই কোন দীন
আছে, শুধু সুখাভিলাসের দিন।
রই আমি দুয়ার বাইরে
ভেতরে প্রবেষাধিকার যে নাইরে!
গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখি,
প্রাচুর্য; ঐশ্বর্য আরো কত কী!
দুয়ার বাইরে রয়েছি আমি দীন
প্রাচুর্য কী জিনিস দেখিনি কোনদিন।
আমার ঘরে আলো চাঁদের
সূর্য ঢোকে আনে বারিদের।
দিবস খেয়ে কাটাই রাতি
শীত কুয়াশা দেয় না ফাঁকি।
ছিন্ন বস্ত্রে তাপ্তি আঁটি
আর কিছু নাই, এবার নিজেরে বেচি।
আজ দেখলাম প্রাচুর্যের সাজ
ফটক খুলবে পড়ল আওয়াজ–
সরে যাও যত ধুলোর মানব
প্রাচুর্যের চাকা বাহিরিবে সব;
এখানে তোমার নেই আপনজন
বাহিরিলে উচ্ছিষ্ট দিব তখন।
বাড়িয়ো না হয় ক্ষুধার্তের হাত
তুমি দীন, তাও তোমাতে নেই সাথ।
এই বিভেদের লাগি তুমি রয়েছ সিংহদুয়ার
আমি একচালা দীন, তোমার প্রভু ঐ অট্টালিকার ?

BANGLADARSHAN.COM

ভালবাসা তুমি কত দূরে?

.....তেষ্টায় বুক ফেটে যায়;
ঘৃণা যারে করি দূরে সরে যায়
ভালবাসা তুমি কতদূরে?
থাকে না দাঁড়িয়ে ঘটিজল হাতে বনলতা সেন–,
নিজেরে বিকায়ে কায়ের পরে
বাসে না ভালো চন্দ্রমুখী;
নির্বাক পিড়ামিড
কতকাল আর বসিবে শিয়রে মমির?
দগ্ধ মরু, তুমি কি কেবলই ফুঁড়িবে কাঁটার বীজ?
ওগো নর, শরীরের ঘ্রান শুকায়েছে তাই পরবাসী?
.....ভালবাসা, আজ তুমি কলঙ্কই আঁকো,
মসি তবু তো পড়বে আঁখি।

BANGLADARSHAN.COM

অচেনা

ওগো সমাহিত অচেনা প্রেম,
এসেছি তোমার সমাধি পরে
সঁপিতে নিজেরে চিরতরে
তোমার তরে।

ওগো মোর অচেনা প্রেম,
যবে বাড়িয়ে ছিলাম হাত
ধরো নাই তারে;
আজ বারিয়েছ বাহু
আমি সমাহিত–
সঁপিব নিজেরে কেমনে
তোমার পরে!

BANGLADARSHAN.COM

রত্নহার ও ফুলমালা

বিচিত্র রত্নে গড়া আমি রত্নহার
মণিমুক্তা হীরে পান্নার বাহার।
শোভিত হই রাজার গলে,
গর্বিত সে রাজ আমায় পেলে।
বিদ্যুতের ন্যায় ছড়ায় গতি
নানা রত্নের নানা জ্যোতি।
যত মোর অর্থ মূল্য
শতগুন তার রূপ অমূল্য।
একটি রত্নে তরে রমণী
আমার দাসত্ব করে রাজরাণী।
পথের ভিখারী হতে রাজা
সকলের মুখে আমারি কথা,
পেতে চায় শুধু আমার বাহার
এমনই রত্নে গড়া আমি রত্নহার।
বুঝলে ফুলমালা, কোথায় আমার স্থান
কি করে তুমি হবে আমার সমান?
একদিনের জীবন নিয়ে আসা
পরদিন দেয় ফেলে, কোথায় ভালবাসা?
কখনো দেখেছ আমাকে ফেলতে,
আমাকে সাদ তার গরিমা দেখাতে।

তুমি রত্ন, আমি গাছের ফুল
নেই মিল তাই, হয়না আমার ভুল।
যেমন তোমার রূপ তেমনই জ্যোতি
লভিতে আমায় কভু বাঁধে না রণনীতি।
মাগে না ভিখারী যাচে না রাজন
আমার যে ছোট এক দিনের জীবন।
তবুও আমি রত্নহার তোমার ওপরে
শোভা যে পাই আমি তাঁর কণ্ঠ পরে।

BANGLADARSHAN.COM

আমারি ফুলবাস যে তাঁর শ্বাস
চরণতলে তাঁর আমার সদা বাস।
একদিনের ছোট জীবন আমার
তাঁর ফুল বলে রই মাথায় সবার।
ফেলেনা কেউ বাসি ভেবে
শুকনো হয়ে সদা থাকি গর্বে।
রত্নহার, হতে পার তুমি অমূল্য
আমার সমান নয় তোমার মূল্য!
হীরে, পান্না, চুনী–পাথর মাত্র
আমি যে পেয়েছি তার স্নেহপাত্র।
বণিকের কাছে তোমার বাহার
করে বিচার লেনদেন করে তোমার।
গড়েছ ব্যবধান তুমি মানবের মাঝে
ভাঙি সে ব্যবধান আমি পুজোর সাজে।
তুমি রত্নহার আমি একদিনের ফুলমাল্য
ভেবে দেখো, কোথায় কার মূল্য?

BANGLADARSHAN.COM

মিলন

তোমার সাথে মিলব সেথায়
জীবন মৃত্যুর সীমানায়
এই তো জীবন পেলাম
দীর্ঘ হোক অন্তরায়।
তোমা হতে ছিন্ন হয়ে
একা স্পন্দনের পথিক
চলবো একা আঁধার ছাড়িয়ে
শোনাব প্রেমের গীত।
পাবে না দেখা এ চোখ তোমায়
রইবে হৃদয় মাঝে,
দেখবে তুমি উদাস নয়নে
সে ব্যথা বাজবে বুকে।
ধরায় এসেছি আঁকতে তোমার চিহ্ন
আমি উপলক্ষ মাত্র
তোমার করুনায় মিলবে সকলে
সত্য সেই মন্ত্র।
সে কোন পারাপার
যেথা আত্মাপরমাত্মার তরে
মহাকাশ সম সীমাহীন মাঝে
যোগবন্ধন হবে কায়ের পরে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি দিন

উঠিয়া দিনের রবি,
জাগাল আমায় দ্বার ভেদি;
এসেছে একটি দিন
করো আপন রঙে তারে রঙিন।

উঠেছে চারিদিকে কোলাহল
গৃহে, অরণ্যে আর জলতল,
ঐ যায় শোনা ধ্বনি
ভেঙে দাও ঘুমের বন্ধনখানি।

কলঙ্কহীন ক্লান্তি বিহীন
নির্মল উজ্বল দিন
অলসতা দাও সরিয়ে
তারে মিশে যাও নিজেরে ছড়িয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষণে ক্ষণে প্রহর যায়
সোনার রবি তাপ ছড়ায়
আপন আশা প্রত্যাশার ঘরে
হানো আঘাত বিষণ্ণতার পরে।

হু হু সনে বইছে বাতাস;
তরঙ্গ তুলে ঢেউ ছাড়ছে শ্বাস;
কালিমা মুক্ত গোটা সৌরাকাশ;
নেই কোথাও বিশ্রামের অবকাশ।

জীবনের পথে একটি দিন
না যদি ফেরে আর সেদিন,
আপন করো তারে
ফেরে যেন সে কারো স্মৃতি ধরে।

প্রশস্ত দিনের তপ্ত রবি
আনছে বয়ে সাঁঝের ছবি
সোনার রবি সোনায় মুড়ে
জানায় বিদায় দিন আজকের তরে।

BANGLADARSHAN.COM

পারাপার

বাঁধা আছে তরী ঘাটে,
পারাপারের কাণ্ডারী সে।
এপার হতে ওপার
পরপার হতে এপার।
কতশত নরনারী
করে পারাপার তরী
উদয় অস্তাচলে–
জীবনে মরণে প্রতিপলে।
কাণ্ডারী কে তুমি,
কোন পারাপার কোন ভূমি?
পারাপার নদীপারে
অথবা কী পরপারে;
কারে করো পার
কোন সে পারাপার?
কাণ্ডারী তবে কি তুমি যোগবন্ধন
অগণিত নরনারীর স্পন্দন?
কাণ্ডারী তুমি কি তবে মিলন তিথি
পারাপারের দুয়াররক্ষী?
কাণ্ডারী তুমি সূত্রধর
তোমাতে বাঁধা সব পারাপারের ঘর।

BANGLADARSHAN.COM

শামিয়ানা

চার বেদ মাঝে
শামিয়ানা তোমায় রেখেছিলাম আঁটি।
ছাদের ওপর, আঙিনা পরে
বাতাসে হেলান দিয়ে দুলতে পত্‌পত্‌।
বলতো সবে, পড়েছে শামিয়ানা হবে কোন কাজ।
আঙিনার মত তোমারে খুঁজতে একদিন
যেতে হল অভিধানে;
দেখি, সেখানে তুমি পড়ে আছ
নামমাত্র এক শব্দ হয়ে,
পাতারই এক কোণে!
লুটে গেছে গৌরব, ছিঁড়ে গেছে বাঁধন
সেখানে এখন বহুতল পেরেছে হাঁক–;
তোমারে কেটে ছিঁড়ে করেছি খানকতক মিনিড্রেস
যা দিয়ে শরীর দেখানো যায়।

BANGLADARSHAN.COM

বয়সটা খুব খারাপ

ছোড়দা বলে, বয়সটা খুব খারাপ
আমি তো করেছি পার।
ধরে ধরে বলে সবে আমায়!
তবু ওদের কথায় দিইনি কান–,
ব্লাডডোনেটারে রক্ত চাই.....
বুদ্ধিজীবিদের মিছিল যায়,
শ্লোগান ওঠে বিভাজনের–সংরক্ষনে;
গোলটেবিলের মিনারেল ওয়াটার রং বদলায়।
তবুও অনাথা থেকে যায় অনাথ
অস্তিত্ব ছিন্নমূল হতে হতে
বাঁক নেয় জুতোর মাপে।
ভাঙনের নদীস্রোত সেও সর্বগ্রাসী
বিসুভিয়াসের লাভায় তখন উচ্ছসিত–
তারও বয়সটা যে খুব খারাপ।

BANGLADARSHAN.COM

বিছানা

উঁই পোকার গর্তে তখন আমি
সাড়হীন, বিবস্ত্র।
যবনিকার ঘোলাটে কাপড় জড়িয়ে
চেয়ে আছি প্রথম অঙ্কপানে;
শুনতে পাওয়া এক-দুইয়ের পদধ্বনি
গাঢ় হতে লাগে–,
সে পদাভারে আমার বিছানা হল ত্রস্ত।
উন্মত্ততার লড়াইয়ে নরম হাতের কাঁচের চুড়ি
ভেঙে বিঁধল শরীরে,
কিন্তু কোথায় আমার রক্ত লাল!
বিষ পিঁপড়ে ফুটো করে শিরায়
চুষছে সাঁঝ সকাল।
যবনিকার পর্দা গেল ছিঁড়ে, নখের আঁচড়ে;
সুখশয্যা পিষে গেল পদাভারে
মেটো হল কলঙ্কের ঘামে।
ভয়েতে করলাম আর্তনাদ–
মা, মাগো তব মমতার বিছানা ছড়ায়ে
নাও আমায় ক্রোড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দীর সিঁড়ি

মেঘ কেটে দেখি তারে,
পরপর সিঁড়ি সাদাকালো পাথরের
ঝকঝকে টানা শান।
পাশে ওটা কী?.....
ওতো একা হেঁটে যাওয়া রক্তের শ্লোগান;
আর একা যায় কুতুব মিনারের সিঁড়ি
তুঘলক-মুঘল-ইংরেজ সব ছাড়ি।
ভেঙে চলে জানুর দৃঢ়তা
নীচে আরো নীচে ভেঙে শিরদাঁড়ায় সত্যতা।
নগ্ন দেহের ওপরে ওঠে সাইরেনের ঝড়
ছিঁড়ে ফেলি জীবনদায়ীর অন্তর।
ভেঙে যায় সব এক দুই–ছোট ছোট,
একা খুঁজি নীড় ভবা পাগলার মত।

BANGLADARSHAN.COM

সাতবাসী মরা

ওরে রাক্ষসী এখনো ঘুমাস,
রক্তবীজে আনিতে না চাস?
ধরের চিৎকার ব্যাধি ব্যাধি
গলা বুক সব গেল ফাঁকি।
খুঁজি আর বুজি আত্মার চুল্লী
বাসর রাত গাঁজায় ঢুলী।
মা করে কাজ লোকের বাড়ি
আমি শুধু করোটির ঘিলু খুঁড়ি;
রক্তের ধারা বয়ে গেছে
এঁটো কুকুর তবু না শুঁকছে!

BANGLADARSHAN.COM

শিলাময়

হৃৎস্পন্দন করে,
সে তো ইষ্ট দেবের বরে।
নইলে হব উপোসী
আর গৌরাঙ্গ হবে বাসী।
আমি পুরুষ, তুমি কঙ্কাল
মরীচিকার বাগদানে অক্ষত চিরকাল।
শুধু আছে শ্বাস,
বাদুর ঠোঁটে দেওয়া রোমাঞ্চিত আশ্বাস!
সূর্য তুমি এতো পারো?
বজ্র আর বৃষ্টি–তোমারা কে হারো?
বাতাসের কথা ভাবো একবার–
সদা সহযাত্রী সে আকাশটার।
মধুমাস–কী দেখছ, ভালবাসা?
সে তো শূন্য বৈরাগীর চরণে ধুলোর গাদা।
যুবরাজের শিখিপাখা
আছে ঝাউকাঁটায় তারও মৃত্যু লেখা।
উপচে পড়ে অতীতের বাটি
তবুও চুল্লীর গরমে পোড়ে না নাভিকাটি;
দুইভাগ হয়ে যায়–,
ওজন হারা নিঃশ্বাস শূন্যে লুটায়।
পৃথিবী-মঙ্গল, শনি-রবি
পুব-দক্ষিণ ঊষা সবি
ছুটে যায় সোমরস পানে;
গনগনে আগুনের টলটলে ধাতুর টানে।
শোনা যায়, অশ্বত্থের ডালে করতাল
আমি জীবিত–

BANGLADARSHAN.COM

ঝুলন্ত পথ

পুরবাসী!.....
ওগো পুরবাসী! চেয়ে দেখো,
তোমারি উঁচু বারান্দায় এসো
নীচু হতে হবে না তোমায়
আমি যে চলেছি পাশে তোমার জানলায়।
একদিন কেঁদেছি কত তোমায় দেখে,
তুমি বহুতল আমি পথ যে!
বয়সের ভারে না পারি উঠতে
মত্ত গর্বে তুমিও পার না ঝুঁকতে?
তোমার আমার মাঝে বড় ব্যবধান–
সময়ের হাত;
কাটাতে তারে হয়েছি ঝুলন্ত পথ।
হাড় পাঁজরা ছিন্ন করে
মোটা মোটা থামের সূঁচ বিঁধিয়ে
আমারি ওপর আমারে ঝুলালে–
ঝুলন্ত পথ।

BANGLADARSHAN.COM

ওরা থাকে ওধারে

দু বোতল রক্ত চাই–
খোঁজার তাগিদ মাটিতে মিশে থাকা
ঘর্মাক্ত, সুঠাম শরীর।
এপারে সহযাত্রী সাথে আলাপন
জীবন ফিরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় ওধার।
পরন্ত বিকেলে বৃষ্টি নামে,
তনুত্র এসে পাড়ে হাঁক–
যাবেন বাবু?
ক্লান্ত সকলে সংস্কৃতি অপমানে,
তবুও চলে দশটা-পাঁচটা
ভরে যায় জনপদ-ময়দান
সুখ শয্যাহীন ব-কলমের রোষে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘড়ি ঘরের ঘণ্টা

ঘড়ি ঘরের ঘণ্টা বাজে–
ঢং ঢং ঢং।
সময় আসন্ন শেষ হয়ে যাবার
আমার মত এক এক করে থামবার।
দৌড়ায়! দৌড়ায়!
দ্রুত আরো দ্রুত।
মুখ থুবরে পড়লে পিষে যাবে
ধরণীর মত।
ঘড়ি ঘরের ঘণ্টা বাজে
ঢং ঢং ঢং;
সময় আসন্ন,
শেষ নিঃশ্বাস ধরিতে প্রাণ করেছে পণ
আমার মত।

BANGLADARSHAN.COM

কবরীর করবী

কালো চুলের কবরীতে
করবী গাঁথে রূপসী সে;
কবরীতে থোলা থোলা
শোভন ছন্দে করবী দেয় দোলা।
সাজালো করবীরে তার কবরী
কবরীর রূপ আনে যার করবী।

BANGLADARSHAN.COM

বধ্যভূমি

সহস্রের মাঝে দাঁড়িয়ে তুমি একা।
রক্ত লোলুপ অসি হাতে,
কখনো, হাঁড়িকাঠের ফাঁস গলিয়ে
একটি সতেজ হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেবার প্রতিক্ষায়
শক্ত পেশীর দৃঢ় মুষ্ঠি বলে।
রক্ত জবার উগ্র চাউনিতে
আর অট্টহাস্যে নিজেরে যখন করে রাখো বিভোর,
উপড়ানো হৃৎপিণ্ড স্মিত হেসে,
কানে কানে বলে যায়,
আবার আসব ফিরে।
শেষ হয়ে যায় পরম্পরা;
থেমে যায় আন্দোলনের স্রোত।
মাতৃগর্ভে ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না।
ভূমিষ্ঠ ক্রোড়ে সে আনন্দে কেঁদে উঠে
তোমারে জানায় সেলাম–
উত্তরাধীকার করার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

অতিথি

শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত এরা তিনজন,
আমার সংসারে অতিথি হন।
শরৎ সদা শুভ্রে ভরা
শিউলি গন্ধে মাতোয়ারা;
সাথে আনে বয়ে আগমনী
বিজয়াতে সেও ছাড়ে হাত তখনি।
শিশিরের জল ছাড়িয়ে
হিমেল বাতাস উড়িয়ে
গুটি গুটি পায়ে আসে হেমন্ত,
অঘ্রাণের নবান্নের সে পান্থ।
আমার সংসারের সে ক্ষুদ্র অতিথি
কেউ বোঝেই না তার গতিবিধি।
ঝরা পাতা ভেঙে মরমর
বুকের কাঁপনে ওঠে প্রেম ঝড়,
অতিথি বর এল বসন্ত;
পলাশের আবীরে রাঙানো মন্ত্র;
ফাগুনের আগুনে পুড়ে ছাড়ি ঘর
অতিথি জানায় বিদায় ঋতুর স্বয়ংবর।
আবার আসিবে ফিরে
প্রকৃতি তোমার নীড়ে,
এই তিনজন–তোমার অতিথি
নতুনের সাথে মিলায়ো তখন পুরোনোগীতি।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা মানুষ কিনা

লেজ বিহীন মানুষ আমরা
সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জীব,
আদিমতা হতে অনেক, অনেক দূরে
বিশ্বায়নে।
পেরেছি তাই, ঘুমন্ত পিতা-পুত্রকে জীবন্ত পোড়াতে,
বাপ হয়ে নিজের মর্যাদা লুণ্ঠিত করতে;
পারি তাই, আপন ঘরে সিঁধ কাটতে
মা, বলে তাকে চৌদ্দবছর খাঁচায় বদ্ধ রাখতে!
আমরা মানুষ কি না?
আজো করি তাই নরবলি
পুত্র লোভে কন্যা বিসর্জন,
মিনি স্ক্রেস পরে
মাতৃভাষার অমর্যাদার
আমরা যোগ্য কিনা?
দ্রৌপদী হতে বেচে চলেছি নারী
তবুও মেটেনি দেনা
মা-বাবার লাগি গড়েছি বৃদ্ধাবাস
আমি ফ্ল্যাটে থাকি কি না।
আমরা মানুষ কি না?

BANGLADARSHAN.COM

আমার হারানো মা

আমি দেখিনি কখনো তোমায়,
আমার হারানো মা,–তোকে!
পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় যার নাড়ী
অবারিত মাঠ খোলা হাট ঘাট
ঘেঁটুশাপ্‌লা আঁকা শ্যামল আঁচল ঘেরি।
ও আমার বাঙলা রে,
এপার ওপার–দুপার
একই বর্ণ, একই ছন্দ
তবু মাঝে কেন কাঁটাতার?
জিহ্বার বাণী ধমণীর স্রোত
জানায় মোরা সহোদরা,
গীতা কোরানের মিলন রাগে
উজ্বল দুই নয়ন তারা।
এক অঙ্গের পুব-পশ্চিম
এক সূর্যে আসে দিন;
তবু কেন নামল আঁধার
টুকরো হল মা?
এক সওদাগড়ের অসির ফলায়
জাগল বিভেদ; জাতপাত!
বেড়াজালের ফাঁকে ফাঁকে
এক চোখ রেখে তোরে মা দেখি,
বুক ফেটে যায়, স্নেহ তোর পথেতে লুটায়
পাই না ছুঁতে তোর চরণ দুটি।
বলো না, কেমন করে সেদিন আমার হারিয়ে গেল মা?–

BANGLADARSHAN.COM

পয়লা বৈশাখ

এলো রে বৈশাখ
এলো রে,
নববর্ষের হালখাতায়
তার দেখা সব পেলো রে।
ঊষারাণীর কোলের পরে,
নতুন দিনের স্বপ্ন ভরে
লাল আবিরে উদয় ভানু
আবার দেখা দিল রে।
শোনায় পাখি কুহু-কুজন
মধুর তানের গুঞ্জরে,
ফুল ফোটে ঐ বাগ-কাননে
হর্ষে চিত্ত দোলে রে।
শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি
আর প্রদীপের শিখা রে
নববর্ষ ঘরে ঘরে
বর্ষ বরণ করে রে।
মণ্ডামিঠাই থরে থরে
পাট ভাঙা সাজ বধূর পরে,
দেবশিশুরা খেলে বেড়ায়
নতুন দিনের বৎসরে।
শতক চৌদ্দের সতেরো সাল
মাস পয়লা দিন রে,
নতুন দিনের খুশির ছোঁয়া
জানায় তোরে আমারে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥